COAST Trust

জলবায়ু সক্ষমতা

CJRF প্রকল্পের প্রকাশনা

সংখ্যা- ২৬; নভেম্বর ২০২০ ॥ কার্তিক, ১৪২৭

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় কোস্ট ট্রাস্ট জলবায়ুর পরিবর্তন অভিযোজনের লক্ষ্যে "Climate Justice Resilient Fund-CJRF" শিরোনামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ১ জানুয়ারী, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মাধ্যমে কোস্ট ট্রাস্ট স্থানীয় সহযোগী সংস্থাদের সাথে জলবায়ুর পরিবর্তন ও জলবায়ু অভিবাসী ইস্যুতে আনুষ্ঠানিক জোট গঠনে সহয়তা করছে এবং যুবক, নারী ও শিশুদের সচেতন করার লক্ষ্যে কমিউনিটি ও অ্যামেচার রেডিও এর মাধ্যমে সচেতনতা ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করছে, হতদরিদ্রদের জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক প্রযুক্তি প্রদান করছে।বর্তমানে উপকূলীয় ৭ টি জেলায় এই প্রকল্পেটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে।

সরকারি সুরক্ষা সেবায় অংশগ্রহণ বাড়াতে উপকূলীয় জেলেদের মধ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম

সমুদ্রগামী প্রান্তিক জেলেদের সাথে সচেতনতামূলক সভায় আলোচনা চলছে, ১২ নভেম্বর খেজুরগাছিয়া, হাজারিগঞ্জ, চরফ্যাশন, ভোলা।ছবি: খায়রুন বেগম, সিজেআরএফ প্রজেক্ট, ভোলা।

জলবায়ু বিপদাপন্ন উপকূলীয় প্রান্তিক জেলেদের সরকারি সুরক্ষা সেবায় অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্প। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের উপকূলীয় ৭টি জেলার [ভোলা, কক্সবাজার, নোয়াখালী, বরিশাল, চট্টগ্রাম, বাগেরহাট ও খুলনা] বিভিন্ন ঝুকিপূর্ণ অঞ্চলকে বাছাই করা হয়েছে, যেখানে সমুদ্রগামী প্রান্তিক জেলেরা বসবাস করে। প্রকল্পের গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে ইতিমধ্যে নারী ও পুরুষ ভিত্তিক আলাদা আলাদা দল তৈরি করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে তাদের সাথে মাসিক ভিত্তিতে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে বরাদ্দকৃত সরকারি সেবাগুলোর পাশাপাশি দূর্যোগের আগাম সতর্কতা সংকেত ব্যাবস্থা, দূর্যোগের পূর্ব ও পরবর্তী প্রস্তুতি এবং বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন ব্যাবস্থা সম্পর্কে তারা জানতে পারবে। এর ফলে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে তারা সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে লবিং ও তাদের প্রাপ্য অধিকারগুলো আদায় করতে পারবে।এই ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম প্রসারের জন্য বিষয়ভিত্তিক লিফলেট প্রস্তুত করা হয়েছে যা কমিউনিটি পর্যায়ে বিতরন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ৭টি উপকূলীয় জেলায় মোট ৬৮টি কমিটি গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তার মধ্যে ৩৪টি দল নারী এবং ৩৪টি দল পুরুষ দল।

এ প্রসংগে সিজেআরএফ প্রকল্পের ভোলা অঞ্চলের টেকনিক্যাল অফিসার মি: আতিকুর রহমান বলেন, সমুদ্রগামী জেলেরা খুবই ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় বেরির পাশে বাস করে,তাদের বেশিরভাগের কোন জায়গা জমি নেই, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও তথ্যের অপর্যাপ্ততার কারনে তারা প্রায় সময় সরকারি সুযোগ সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, দুর্যোগের বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় প্রতি বছর তাদের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ। তাই আমরা তাদের দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছি, তারা বিষয়গুলো নিজেরা জানবে এবং তাদের কমিউনটির অন্যান্যদেরও জানাবে, তারা দক্ষতা অর্জন করবে ফলে সরকারি সেবায় জেলেদের অংশগ্রহণ বাড়বে ।

আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ভূমিহীন পরিবারের সদস্যদের জন্য ৩ মাস ব্যাপি সেলাই প্রশিক্ষণের আয়োজন

আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাবলম্বী করতে ২৫টি ভূমিহীন পরিবারের সদস্যদের জন্য কোস্ট ট্রাস্ট সিজেআরএফ প্রকল্প ৩মাস ব্যাপি সেলাই প্রশিক্ষনের আযোজন করেছে। ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার মানিকা ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের চরকচ্ছপিয়া গ্রামে প্রায় ৫৪টি ভূমিহীন পরিবার বসবাস করছে দীর্ঘদিন ধরে।মেঘনা নদীর ভাঙ্গনে বিভিন্ন সময়ে তারা প্রত্যেকেই নিজেদের বসতভিটা ও জায়গাজমি

প্রশিক্ষনার্থীরা হাতে কলমে সেলাই প্রশিক্ষন নিচ্ছেন , ২৫ নভেম্বর , ছবি: আতিকুর রহমান, টিও-সিজেআরএফ, আইটিডিসি, দক্ষিন আইচা, চরফ্যাসন, ভোলা।

হারিয়েছে, সহায় সম্বল হারানো এই মানুষগুলোর একমাত্র পেশা দিন মজুরী ও অন্যের নৌকায় মজুরীর ভিত্তিতে সাগড়ে মাছ ধরা। ঘন ঘন প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও মহামারীর কারনে এখানকার প্রতিটি পরিবারের জীবন ও জীবিকা প্রচন্ড ঝুকির মধ্যে রয়েছে, এই পরিবারের সদস্যরা বিশেষ করে কিশোরীরা পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে পুষ্টিহীনতা, শিক্ষা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক,নারি নির্যাতন সহ নানাবিধ সমস্যায় তারা জর্জড়িত, দারিদ্রতার প্রভাবে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যাগুলো সবচেয়ে বড় শিকার এই কিশোরীরা।

ভূমিহীন পরিবারগুলোর বিকল্প আয় বৃদ্ধি করতে, আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবারে কিশোরীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে কোস্ট ট্রাস্ট সিজেআরএফ প্রকল্প ২৫টি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সেলাই প্রশিক্ষন কোর্স এর আয়োজন করেছে, যেখানে কিশোরীদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ৩ মাস ব্যাপি এই প্রশিক্ষন কোর্সে তাদের হাতে কলমে প্রশিক্ষন দেয়া হচ্ছে।এই ব্যাপরে প্রশিক্ষক মো: সোলায়মান বলেন এই প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কিশোরী মেয়েরা পোষাক তৈরি ও মেশিন সম্পর্কে

প্রশিক্ষনার্থীদের একজন খাদিজা বেগম, প্রশিক্ষন কেন্দ্রে হাতে কলমে সেলাই প্রশিক্ষন গ্রহন করছেন ছবি: আতিকুর রহমান, টিও-সিজেআরএফ, দক্ষিন আইচা, চরফ্যাসন, ভোলা।

ধারনা পাচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের সেলাই,সঠিক মাপ নেবার পদ্ধতি ও নমুনা তৈরির কাটিং সম্পর্কে ধারনা, রং সম্পর্কে ধারনা, টেইলারিং কৌশল সম্পর্কে ধারনা পাচ্ছে।আশা করছি এই প্রশিক্ষন শেষে তারা নিজেদের বাড়িতে বসেই সেলাই করে মাসে ৩-৪ হাজার টাকা আয় করতে পারবে আবার কেউ চাইলে পোশাক কারখানায় কাটিং মাস্টার হিসাবে চাকরিও করতে পারবে এবং তাদের জন্য কাজটা খুবই সহজ হবে।

করোনা প্রতিরোধে কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম

কমিউনিটি পর্যায়ে মাইকিং এবং লিফলেট বিতরন কার্যক্রম চলছে [এনআরডিএস, নোয়াখালী (বামে) এবং এসডিআই সন্দ্বীপ (ডানে)]

করোনা প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে কমিউনিটি পর্যায়ে কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্প তার কর্ম এলাকায় বিভিন্ন প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উদ্যোগগুলোর মধ্যে উপকূলীয় দূর্গম অঞ্চলে মাইকিং করা, বিষয়ভিত্তিক লিফলেট বিতরন করা,উপকূলীয় ৮টি কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে নিয়মিত সচেতনতামূলক পোগ্রাম সম্প্রচার করা। প্রচারনার বিষয়ে করোনা প্রতিরোধের উপর সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের ঘোষনা, করোনার উপসর্গ বা লক্ষণগুলো, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে কি করনীয়,শারীরিক দুরত্ব কি এবং কিভাবে মেনে চলতে হবে, মাস্ক ব্যবহার কেন করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে, করোনা ভাইরাস সংক্রমন থেকে নিজেকে এবং অপরকে রক্ষা করা এবং নিজেকে আলাদা রাখার কৌশলগুলোর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দিন ব্যাপি মাইকিং কার্যক্রমের জন্য অডিও রেকর্ড এর পাশাপাশি জনগনের মধ্যে লিফলেট বিতরন করা হচ্ছে।উপকূলীয় ৭টি জেলা যথা-ভোলা, কক্সবাজার, নোয়াখালী, চট্রগাম, বরিশাল, বাগেরহাট ও খুলনার বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মূল্যায়ন টিমের সাথে প্রকল্প-পার্টনারদের ভার্চুয়াল সভা

সিজেআরএফ প্রকল্পের পার্টনারদের সাথে মূল্যায়ন কমিটির ভার্চুয়াল সভা চলছে, ১৮ নভেম্বর ২০২০, ছবি: সালেহীন সরফরাজ, সিজেআরএফ প্রজেক্ট ঢাকা।

মূল্যায়ন টিমের সাথে কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পের পার্টনারদের অনলাইন সভা গত ১৮ নভেম্বর ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পের চুড়ান্ত মূল্যায়ণের অংশ হিসেবে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত অ্যাডভোকেসি সেমিনারের প্রভাব এবং ভবিষ্যতের উদ্ভাবনী কৌশলগুলো নিয়ে সভায় অলোচনা করা হয়। কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পের ৭টি পার্টনার সংগঠনের সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক ও প্রকল্প ফোকালগণ এবং চুড়ান্ত মূল্যায়ন দলের সদস্যরা সভায় অংশ গ্রহণ করেন এবং তাদের মতামত প্রদান করেন। অ্যাডভোকেসির ফলাফল প্রসঙ্গে বক্তারা বলেন স্থানীয় পর্যায়ের নীতি নির্ধারকগন, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা সহ অন্যান্য স্টেক হোল্ডাররা জলবায়ু ন্যায় বিচার ইস্যুটাকে অত্যান্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে , তারা বিভিন্ন প্রকার পদক্ষেপ ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছে,তারা উপকূলীয় সুরক্ষা ইস্যুগুলোকে অধিকতর জোড় দিচ্ছেন বিশেষ করে- টেকসই বেরিবাধ নির্মান, বাস্তচ্যুতদের পূণর্বাসন কার্যক্রম,উপকূলীয় প্রান্তিক জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন ও উপকূলীয় বনায়ন সংরক্ষন ও সম্প্রসারনে কার্যক্রম গ্রহণ।এই প্রকল্পের সীমাবদ্ধতার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তারা বলেন জলবায়ু ন্যায় বিচারের মতো ইস্যুতে কাজ করতে হলে আরো সময়ের প্রয়োজন রয়েছে।

জলবাদ্ধ জমিতে সবজি চাষ,পুষ্টির চাহিদা পূরনের পাশাপাশি বাড়তি আয়ের সুযোগ ও তৈরি হচ্ছে।

নিজের বাগানে সবজি গাছের যত্ন নিচ্ছেন জহুরা বেগম –ছবি–মো: ফয়সাল আহমেদ, টিও, সিজেআরএফ প্রজেক্ট,স্বন্দীপ চট্রগ্রাম।

বস্তা পদ্ধতি ব্যাবহার করে উপকূলীয় এলাকার জলাবদ্ধ জমিতে খুব সহজে ও কম খরচে সবজি চাষ করতে পারছে এখন গ্রামের দরিদ্র নারীরা।এতে করে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পুরনের পাশাপাশি বাড়তি আয়ের সুযোগ ও তৈরি হচ্ছে, ফলে এই পদ্ধতি এখন উপকূলীয় এলাকার দরিদ্র নারীদের কাছে ব্যপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

জহুরা বেগমের বাড়ি সন্দীপ উপজেলার, কালাপানিয়া ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডে, তিনি তার বাড়ি পেছনে জলবাদ্ধ জায়গায় ২৫টি বস্তায় বিভিন্ন ধরনের সবজি লাগিয়েছেন যেমন-লাউ, বরবটি, ঢেড়ষ ইত্যাদি, নিয়মিত যত্ন এবং পরিচর্যায় ফলনও বেশ ভালো হয়েছে।

তার কাছে এই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন আমরা একটা দ্বীপে বাস করি এখানকার জমিগুলো নিচু হওয়ায় বর্ষা ও জোয়ারের পানিতে অনেক জমি জলাবদ্ধ থাকে, এই জমিগুলো কোন কাজেই আসে না, আবার হঠাৎ বৃষ্টির কারনে বা বন্যার পানিতে লাগানো ফসলগুলো নষ্ট হয়ে যায়।

তিনি আরো জানালেন এই পদ্ধতিতে সবজি চাষের বড় সুবিধা হচ্ছে জলাবদ্ধ জমিতে চাষ করা যায়, জোয়ারের পানিতে ফসলের কোন ক্ষতি হয় না, জায়গাও কম লাগে,খরচও কম হয় আবার সারা বছর ধরেই চাষ করা যায় । আমার দেখাদেখি অনেকেই এখন এই পদ্ধতিতে চাষবাদ শুরু করেছে। জহুরা বেগমের আশা নিজের চাহিদা পূরন করেও অন্তত ৫-৭ হাজার টাকার সবজি বাজারে বিক্রি করতে পারবে এই মৌসুমে।

সিজেআরএফ প্রকল্পের কার্যক্রম,লক্ষ্য ও অর্জন নভেম্বর -২০২০

ক্রম	কার্যক্রম	লক্ষ্য	অর্জন
১	সকল স্টাফদের সাথে মাসিক অনলাইন মিটিং	০১	০১
২	মূল্যায়ন টিমের সাথে পার্টনারদের সাথে ভার্চুয়াল মিটিং	০১	০১
৩	সিএআইজিটি, নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন সম্প্রসারণে প্রচারণা	৯০	১০০
৪	জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক প্রযুক্তি সম্প্রসারণে উপকরণ বিতরণ	২৬	২৫
৫	জলবায়ু সহিষ্ণু টয়লেট বিতরন	৪	৪
৬	প্রান্তিক জেলে সম্প্রদায়ের কমিটি গঠন (পুরুষ)	৩৬	৩৪
৭	প্রান্তিক জেলে সম্প্রদায়ের কমিটি গঠন (নারী)	৪০	২৯
৮	করোনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক প্রচারনা	৪০	২৪

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ''সিজেআরএফ'' প্রকল্পের সকল সহকর্মী সহযোগিতা করেছেন।

বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য:
মো : আবুল হাসান, প্রোগ্রাম হেড-কোস্ট ট্রাস্ট, সিজেআরএফ প্রকল্প।
মোবাইল : ০১৭০৮১২০৩৩৩, hasan@coastbd.net
মো: সালেহীন সরফরাজ, সমন্বয়কারী, পার্টনারশিপ এন্ড এডভোকেসি
কোস্ট ট্রাস্ট– সিজেআরএফ প্রকল্প।
যোগাযোগ: ০১৭০৮১২০৩৩৫, anik@coastbd.net
প্রকল্প কার্যালয়– শ্যামলী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত www.coastbd.net